দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন

দেশের ২৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইনের খসড়া প্রায় চূড়ান্তের পথে। চলতি মে মাসেই এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হইবে বলিয়া পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হইয়াছে। খসড়া এই আইনটির শিরোনামঃ আমব্রেলা অ্যাক্ট অব পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ। আইনটি অনুমোদিত হইলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেকাংশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি'র ওপর বর্তাইবে। ইহার ফলে আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয়ে সুপারিশসহ পরীক্ষা, পাঠদান, গবেষণাগার, ভবন নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ইউজিসি সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। বিশেষ করিয়া ইহার মাধ্যমে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হইবেন রাষ্ট্রপতি এবং তিনি একটি সার্চ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য নিয়োগ প্রদান করিবেন। খসড়া আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষক বা ছাত্র রাজনীতি হয় নিষিদ্ধ থাকিবে নতুবা তাহা সীমিত করা হইবে এবং ডিনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে না।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন এই আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ইউজিসিকে তাহার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রধানত ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেশের উচ্চশিক্ষার পাদপীঠগুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একাডেমিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। উচ্চশিক্ষার এসব সূতিকাগার-ক্রমেই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সেশন জট ও দলাদলির কারণে শুধু যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে, তাহা আজ কাহারও অজানা নয়। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় বলা হইত 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড', আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাহারই শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বলাই বাহুল্য। অনেকেই এজন্য ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ আইনের অপব্যবহারকে দায়ী করিয়া থাকেন।

প্রায়শই আমরা দেশী পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের অনাগ্রহের কথা শুনতে পাই। বলা হয়ে থাকে ক্রেতারা দেশী পণ্য কিনে বিদেশী পণ্যের দিকে ঝোঁকে। এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। বলে-কয়ে বা আবেদন করে দেশী পণ্যের চাঁহিদা বাড়ানো যাবে না। এক্ষেত্রে বাস্তব সত্য হচ্ছে ক্রেতাদের আগ্রহ বা পছন্দ-অপছন্দ অবশ্যই পণ্যের গুণগত মান অর্থাৎ ভালো-মন্দের ওপরই নির্ভর করে থাকে। পণ্যের মান ভালো হলে লোকে গাঁটের পয়সা বেশি খরচ করে বিদেশী পণ্য কিনতে যাবে কেন?

পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল মূলত সরকারের নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর স্বাধিকার ও মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানের পুরস্কারস্বরূপ '৭৩ সালের অধ্যাদেশে দেওয়া হয় স্বায়ত্তশাসন। স্বাধীনতা-উত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান বাড়িয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে আদৌ তাহা হয় নাই।

ইহার মূল কারণ স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশের অপব্যবহার এবং বিবেক-বিবেচনাহীন দলবাজি, নিয়োগ-পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সব কিছু দলীয়করণ এবং নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব। সিনেট কাঠামোর এমন রূপ দেওয়া হইল, যাহাতে সরকার পক্ষের সমর্থন ব্যতীত শুধু উপাচার্য নিয়োগ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে জাতির বিবেকগণ শিক্ষাদান ও গবেষণাকে প্রাধান্য না দিয়া সামান্য স্বার্থ হাসিলের জন্য রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অফিস ও বাড়ি বাড়ি ধরনা দিতে শুরু করিলেন। কোমলমতি ছাত্রনেতাদের অনেকেই অঢেল অর্থোপার্জন ও নূতন স্বাদের রাজনীতির মওকা খুঁজিয়া পাওয়ায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসীসহ কোন অপকর্মই বাদ রাখিল না। এভাবেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ অনেকটা ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত হইয়াছে।

অতএব, সরকার 'আমব্রেলা অ্যাক্ট অব পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই এদেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের একমাত্র ভরসাস্থল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হৃত গৌরব ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্বায়ত্তশাসন যদি কিছুটা সীমিতও করা হয়, তবুও তাহা মঙ্গলজনকই হইবে।